করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১২

[১]গর্ব করা প্রয়োজন; এতে কোনো লাভ হবে না; তবুও আমি আল্লাহর দর্শন ও ইলহামের কালামের কথা বলবো।

[২]হযরত ইসা আ. এর এমন একজন অনুসারীকে আমি জানি, যাকে চৌদ্দ বছর আগে তৃতীয় আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছিলো- সশরীরে না-কি শরীর বিহীনভাবে সেটা আমি জানি না, আল্লাহই জানেন ।

[৩-৪]আমি জানি যে, ওই লোকটিকে বেহেস্তে তুলে নেওয়া হয়েছিলো- সেখানে তিনি এমন কথা শুনেছিলো, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এমন সব কথা যা মানুষের বলার অনুমতি নেই।

[৫]এমন লোককে নিয়েই আমি গর্ব করবো কিন্তু আমার নিজের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করবো না।

[৬]কিন্তু আমি যদি গর্ব করতে চাই, আমি বোকার মত তা করবো না, কারণ আমি সত্য কথাই বলবো। কিন্তু তা থেকে আমি বিরত থাকবো যাতে মানুষ আমাকে যেমন দেখে এবং আমার কাছ থেকে যা শোনে কেউ তার থেকে আমাকে শ্রেষ্ঠতর বলে না ভাবে,

[৭]এমন কি ইলহামপ্রাপ্ত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেও। কাজেই আমি যাতে অতিমাত্রায় গর্বিত না হই, সেজন্য আমার শরীরে একটা কাঁটা বিদ্ধ করা হয়েছে, শয়তানের এক দূত দেওয়া হয়েছে আমাকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য, যাতে অতিমাত্রায় গর্বিত না হই।

[৮]এই ব্যাপারে আমি আল্লাহকে তিনবার অনুরোধ করেছি, যেন এটা আমাকে ছেড়ে চলে যায়, [৯]কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন, "আমার অনুগ্রহই তোমার জন্য যথেষ্ট, কারণ দুর্বলতার মধ্য দিয়েই শক্তি পরিপূর্ণ হয়।" সুতরাং, আমার দুর্বলতাগুলো নিয়ে আমি আরো বেশি আনন্দের সাথে গর্ব করবো, যেন মসিহের শক্তি আমার মধ্যে বাস করে।

[১০]কাজেই মসিহের জন্য দুর্বলতায়, অপমানে, কষ্টে, অত্যাচারে এবং চরম দুর্দশায় আমি সন্তুষ্ট, কারণ যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি সবল।

[১১]আমি বোকা ছিলাম! তোমরাই আমাকে বোকা হতে বাধ্য করেছো। আসলে, তোমাদেরই উচিত ছিলো আমার প্রশংসা করা; কারণ যদিও আমি কিছুই নই, তবুও ওসব অতি-হাওয়ারিদের তুলনায় কোনো দিক দিয়েই কম নই।

[১২]অসীম ধৈর্যের সংগে চিহ্ন ও অলৌকিক এবং অদ্ভুত কাজ দেখিয়ে তোমাদের মাঝে একজন সত্যিকারের হাওয়ারির চিহ্ন প্রদর্শন করা হয়েছে।

[১৩]আমি নিজে তোমাদের বোঝা হইনি, এই ব্যাপারটি ছাড়া অন্যান্য ইমানদার-দলের চেয়ে কোন দিক দিয়ে তোমরা খারাপ ছিলে? আমার এই ভুল ক্ষমা করো!

[১৪]এই আমি, তৃতীয় বারের মতো তোমাদের কাছে আসার জন্য প্রস্তুত। এবং আমি তোমাদের বোঝা হবো না, কারণ আমি তোমাদের কোনো জিনিস নয়; কেবল তোমাদেরকে চাই; কারণ বাবা-মায়ের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা বাবা-মা' রই উচিৎ।

[১৫]আমি খুবই আনন্দের সংগে তোমাদের সাথে সময় কাটাবো এবং তোমাদের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেবো। যদি তোমাদের বেশি মহব্বত করি তবে কি আমাকে কম মহব্বত পেতে হবে?

[১৬]মনে করা যাক, আমি তোমাদের বোঝা হইনি; তা সত্ত্বেও তোমরা বলো, আমি ধূর্ত বলে চালাকি করে তোমাদেরকে বশ করেছি।

[১৭]আমি যাদেরকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তাদের কারো মাধ্যমে আমি কি তোমাদের কাছ থেকে কোনো সুযোগ নিয়েছি?

[১৮]আমি হযরত তিত রা.কে যেতে অনুরোধ করেছিলাম আর তার সংগে সেই ভাইকেও পাঠিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই হযরত তিত র. তোমাদেরকে ঠকায়নি, ঠকিয়েছে কি? আমরা কি একই রুহের দ্বারা চালিত হইনি? আমরা কি একই পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি?

[১৯]তোমরা কি মনে করছো যে, এতক্ষণ যাবত আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে মসিহের পক্ষে আমরা এসব কথা বলছি। প্রিয় ভাই-বোনেরা, তোমাদেরকে গড়ে তোলার জন্যই আমরা সব কিছু করি।

[২০]আমার ভয় হচ্ছে, আমি গিয়ে তোমাদেরকে যেমনটি দেখতে চাই, হয়তো তেমনটি দেখতে পাবো না আর তোমরাও আমাকে যেমনটি দেখতে চাও, তেমনটি দেখতে পাবে না। আমার ভয় হচ্ছে, ওখানে হয়তো ঝগড়া, ঈর্ষা, রাগ, স্বার্থপরতা, অপবাদ, পরচর্চা, অতিমাত্রায় আত্মগর্ব এবং গোলমাল চলছে।

[২১]আমার ভয় হচ্ছে, যখন আমি আবার আসবো, তখন আমার আল্লাহ তোমাদের সামনে আমার মাথা নত করে দেবেন এবং এমন অনেকের জন্য আমাকে দুঃখ পেতে হবে, যারা আগে গুনাহ করেছে, অথচ তাদের অপবিত্রতা, জিনা ও লম্পটতার জন্য তারা তওবা করেনি।